যায়যায়দিন

তারিখ ... 13 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ২ ...

আবারো অস্থির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশই প্রত্যাশিত

ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও বিশৃঙ্খলা কোনোভাবেই চলবে না। ছাত্র হোক আর যে-ই হোক, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাকে সেই মুহূর্তে গ্রেপ্তার এবং সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হবে। ছাত্রলীগের ৬১ বছর পূর্তি উপলক্ষে পল্টন ময়দানে আয়োজিত পুনর্মিলনী ও আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ১৮ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রীর এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণের এক মাসও অতিবাহিত হয়নি। এরই মধ্যে ছাত্রলীগ আবারো অস্থির হয়ে পড়েছে। তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিপক্ষ এবং নিজেদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রশিবির ক্যাডারদের হামলায় ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্তত ২০ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। গুরুতর আহত ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেনকে নগরের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্রলীগ তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হামলায় জড়িত শিবির-নেতাকর্মী ও ক্যাডারদের গ্রেপ্তারের জোর দাবি জানিয়েছে। ঘটনার পর ছাত্রশিবির ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে সশস্ত্র মহড়া দিয়ে আবাসিক হলগুলোতে অবস্থান নিয়েছে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মুখোমুখি অবস্থানে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থগিত করা হয়েছে পরীক্ষা। অন্যদিকে মঙ্গলবার বিকালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সিংকু হোস্টেলে উদ্ভূত ঘটনায় আটটি কক্ষ ভাংচুর হয়। এতে উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। মীর মশাররফ হোসেন হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১২ নেতাকর্মী আহত হয়। এ সময় হলের অর্ধশতাধিক কক্ষের জানালার কাচ ভাংচুর করা হয়।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধে গত দুই মাসে এমন সংঘর্ষ হয়েছে চট্টগ্রাম, ঢাকা, জগন্নাথ, শাহজালাল, রাজশাহী প্রকৌশল এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু মেডিক্যাল কলেজ ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে। এসব ঘটনা একের পর এক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিও ছাত্রলীগকে নিবৃত্ত করতে পারছে না।

গত দুই মাসে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে জড়িয়ে যাওয়া বন্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অনেক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন কিন্তু তেমন কোনো কাজ হয়নি। তাই আমরা মনে করি, এ সমস্যার সমাধানে শুধু হুঁশিয়ারি জাতীয় ঘোষণায় না থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ছাত্র রাজনীতির নামে যারাই সংঘর্ষে লিপ্ত হবে কিংবা কোনো অপরাধে জড়িত হবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে দলীয় কোনো বিবেচনা না থাকাই হবে সঙ্গত। প্রধানমন্ত্রী যদি তার বক্তব্য অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অস্থিরতামুক্ত রাখা যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

গত সাঁত বছরে তিল তিল করে আওয়ামী লীগ যা অর্জন করে ক্ষমতায় এসেছে, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার কারণে সে অর্জন যেন ভেস্তে না যায় সেজন্য শুধু প্রধানমন্ত্রীকে নয়, আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড যদি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করে তাহলে এর দায়দায়িত্ব শুধু প্রধানমন্ত্রীর ওপরই পড়বে না, আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপরও বর্তাবে। তাই ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করতে আওয়ামী লীগ নেতারা যতো তাড়াতাড়ি কঠোর হবেন ততো দ্রুত তা আওয়ামী লীগের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে, শিক্ষাঙ্গন অস্থিরতামুক্ত হবে।